The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

ব্যাঙ্ক হিসাবে পিছিয়ে থাকা শীর্ষ ৮ এ বাংলাদেশ

- A Monitor Desk Report Date: 25 January, 2026

ঢাকাঃ বিশ্বে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশই মাত্র ৮টি দেশের নাগরিক। এসব দেশের মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ 'গ্লোবাল ফিনডেক্স ডেটাবেজ ২০২৫' প্রতিবেদনে এ তথ্য ওঠে এসেছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, সারা বিশ্বে বর্তমানে প্রায় ১৩০ কোটি মানুষের কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হিসাব নেই। এই বিশাল জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ (প্রায় ৬৫ কোটি) বাস করেন বাংলাদেশসহ মাত্র ৮টি দেশে। তালিকায় থাকা অন্য দেশগুলো হলো-চীন, ভারত, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, নাইজেরিয়া ও মেক্সিকো।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে প্রায় সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে হিসাব রয়েছে। বিপরীতে ব্যাংক হিসাবহীন মানুষের বড় অংশ বসবাস করেন নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে।

প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২০১১ সালে বিশ্বের প্রায় অর্ধেক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কোনো আর্থিক হিসাব ছিল না। এক দশক পর, ২০২১ সালে এই হার কমে আসে ২৬ শতাংশে। সর্বশেষ ২০২৪ সালে তা আরো কমে ২১ শতাংশে নেমেছে। অগ্রগতি সত্ত্বেও এখনো প্রায় ১৩০ কোটি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে রয়েছেন। ফলে তারা ব্যাংকিং ও আর্থিক সেবার সরাসরি সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আর্থিক হিসাবের বিস্তার বাড়লেও যারা এখনো এর বাইরে রয়েছেন, তারা তুলনামূলকভাবে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে নারী, দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেশি নয়, তাদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যাংক হিসাবহীন ১৩০ কোটি মানুষের মধ্যে ৭০ কোটির বেশি অর্থাৎ ৫৫ শতাংশ নারী। । এছাড়া ৬৭ কোটি মানুষ

(৫২ শতাংশ) আয়ের দিক থেকে সবচেয়ে দরিদ্র ৪০ শতাংশের মধ্যে রয়েছেন। ৭৯ কোটি মানুষ (৬২ শতাংশ) প্রাথমিক শিক্ষা বা তার কম শিক্ষিত। আর ৬৯ কোটি মানুষ (৫৪ শতাংশ) কর্মসংস্থানের বাইরে রয়েছেন বা বেকার।

বয়সভিত্তিক তথ্যে দেখা যায়, হিসাব না থাকা মানুষের মধ্যে ৩৮ কোটির (২৯ শতাংশ) বয়স ১৫ থেকে ২৪ বছর, ৫৯ কোটির (৪৬ শতাংশ) বয়স ২৫ থেকে ৫৪ বছর এবং ৩২ কোটির (২৫ শতাংশ) বয়স ৫৫ বা তার বেশি।

বিশেষজ্ঞদের মতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও ডিজিটাল রূপান্তরের আলোচনা চললেও বিশ্বের একটি বড় জনগোষ্ঠী এখনো আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার বাইরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশসহ কয়েকটি দেশে ব্যাংক হিসাব নেই-এমন মানুষের সংখ্যা উদ্বেগজনকভাবে বেশি। ফলে এই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান নতুন করে দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির চিত্র সামনে এনেছে।

বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে ব্যাংক হিসাব না থাকার প্রধান বাধা হিসেবে ৬টি কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হলো পর্যাপ্ত টাকা না থাকা, আর্থিক সেবার ফি বেশি হওয়া, পরিবারের অন্য কারও কাছে ইতিমধ্যে ব্যাংক হিসাব থাকা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দূরবর্তী অবস্থান, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আস্থার অভাব এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ঘাটতি। এর মধ্যে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকাকে সবচেয়ে বড় বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন অধিকাংশ মানুষ।

উদাহরণ হিসেবে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মিসরে ব্যাংক হিসাব না থাকা মানুষের ৯০ শতাংশই জানিয়েছেন, তাদের কাছে হিসাব খোলা ও পরিচালনার মতো পর্যাপ্ত অর্থ নেই। অনেকেই আর্থিক সেবার অতিরিক্ত ফিকে বড় বাধা হিসেবে দেখেছেন। এ কারণে সাশ্রয়ী মূল্যের হিসাব, বিশেষ করে মোবাইলে আর্থিক সেবার (এমএফএস) চাহিদা বাড়ছে।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণে আরো উঠে এসেছে, আর্থিক সক্ষমতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব অনেককে ব্যাংক হিসাব খুলতে নিরুৎসাহিত করে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অনেক সময় হিসাব থাকলেও তা পরিচালনার জন্য মানুষ অন্যের ওপর নির্ভরশীল থাকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের বিস্তার আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। তবে বাংলাদেশে স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট ডেটার উচ্চমূল্য এখনো অনেক মানুষের জন্য বড় প্রতিবন্ধক।

-B